তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬২

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১২৩ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৩৩ জন। এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন ১২ জন। ঢাকার বাইরে ৫টি সহ মোট ১৪টি ল্যাবে চলছে করোনা টেস্ট।

এদিকে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য ৬৪টি জেলায় এ পর্যন্ত   
২২ কোটি ১৫ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ সাহায্য এবং ৫৬ হাজার ৫শত ৬৭ মেঃটন চাল বরাদ্দ করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য সমগ্র দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

#

তাসমীন/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬১

**সাবেক সংসদ সদস্য হোসনে আরা ওয়াহিদের মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

জাতীয় সংসদের মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ (তৎকালীন) সংসদীয় এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য হোসনে আরা ওয়াহিদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ক্রান্তিকালে বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে মরহুমা হোসনে আরা ওয়াহিদের অবদান জাতি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তাঁর এ শূন্যতা কোনো দিন পূরণ হবে না। তিনি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আজ মৌলভীবাজারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন।

#

দীপংকর/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬০

**বাজার তদারকি**

**বিভিন্ন অপরাধে ১২ প্রতিষ্ঠানকে ২২ হাজার টাকা জরিমানা**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের নেতৃত্বে ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, ফেনী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, খুলনা, কুষ্টিয়া, যশোর, বাগেরহাট, মাগুরা, পটুয়াখালী, ভোলা, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তদারকিকালে ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও, বনানী, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, পলাশী, লালবাগ, ইসলামবাগ, বাবুবাজার, মালিবাগ ও রামপুরা এলাকায় পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে গ্রহণযোগ্য মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অনুরোধ করা হয়।

বাজার তদারকিকালে পণ্যের মূল্যের তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে আল-আমিন ট্রেডার্সকে পাঁচশত টাকা; রায়হান জেনারেল স্টোরকে পাঁচশত টাকা; রফিক মিয়া স্টোরকে পাঁচশত টাকা; শাওন এন্ড ব্রাদার্সকে এক হাজার টাকা; বেল্লালের গোস্তের দোকানকে এক হাজার টাকা; সালেহ জেনারেল স্টোরকে পাঁচশত টাকা; আল্লার দান স্টোরকে এক হাজার টাকা; বাবুল মিয়া মাংসের দোকানকে পাঁচশত টাকা; আব্দুল রশিদ রাইস স্টোরকে এক হাজার টাকা। প্রতিশ্রুত পণ্য বা সেবা যথাযথভাবে বিক্রয় বা সরবরাহ না করার অপরাধে মঞ্জুর হোসেন হলুদ মরিচ মিলকে পাঁচ হাজার টাকা, হোসেন স্টোরকে দশ হাজার টাকা এবং ধার্য্যকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রির অপরাধে সোহাগ স্টোরকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ১২টি প্রতিষ্ঠানকে মোট বাইশ হাজার পাঁচশতটাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটলিয়ন, সিভিল সার্জন, মৎস্য কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, শিল্প ও বণিক সমিতির প্রতিনিধি এবং ক্যাবের সদস্যগণ এসব তদারকি কার্যক্রমে সহায়তা করেন।

#

তাহমিনা/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৯

**শরীয়তপুরে ফ্রি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবার উদ্বোধন করলেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

শরীয়তপুর, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের এই সঙ্কটে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকল্পে শরীয়তপুরে ভ্রাম্যমাণ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল টিম ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসাসেবা দেবে। সেই সঙ্গে দেওয়া হবে ফ্রি ওষুধ। করোনা দুর্যোগকালীন চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাবে মেডিকেল ক্যাম্প। যতদিন দুর্যোগ না কাটবে ততদিন এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

আজ নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে ভ্রাম্যমাণ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে উপমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে কোনো সঙ্কটে মানুষের পাশে ছিলো, আছে এবং থাকবে। বর্তমানে নড়িয়া উপজেলায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষেরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে ভয় পাচ্ছে। আতঙ্ক নিয়ে কোনো রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসতে হবে না। চিকিৎসকরা রোগীদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা দেবে বলে তিনি জানান।

শরীয়তপুরের সিভিল সার্জন ডা. এস. এম আব্দুল্লাহ আল মুরাদ, নড়িয়া পৌরসভার মেয়র শহিদুল ইসলাম বাবু, নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি হাচান আলী ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জান খোকন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা ও সখীপুর থানার প্রায় ৯টি ইউনিয়নের ঘরবন্দি মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, ২০০ বান্ডেল ঢেউটিন ও নগদ প্রায় ৬ লাখ টাকা বিতরণ করেন উপমন্ত্রী।

#

আসিফ/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৮

**করোনা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি**

**এনজিও এবং সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা জরুরি**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, করোনা ভাইরাসজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা জরুরি। তিনি বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তিতে এনজিওসমূহ নানারকম সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে। তাই করোনা ভাইরাসজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি এনজিও এবং সুশীল সমাজের অধিক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

আজ ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে এনজিওগুলোকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ঢাকা ওয়াসা ভবনে এক সমন্বয় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে অনেক প্রতিষ্ঠান করোনা সংকট মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যবস্থাপনা নেই। এখানে বসবাসরত নিম্ন আয়ের মানুষের কঠিন সমস্যা মোকাবিলার জন্য একটি পেশাদারী সম্পৃক্ততা বা সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তাজুল ইসলাম আরো বলেন, এ জাতীয় সংকট মোকাবিলার জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আপদকালীন একটি রূপরেখা এবং সেটআপ রয়েছে। এখন ঢাকার মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান করা জরুরি।

সভায় ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীকে চাল, ডাল, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের তত্ত্বাবধানে দশটি করে সাব-কমিটি গঠন করা হবে। প্রতিটি কমিটিতে অন্তত একজন এনজিও প্রতিনিধি থাকবে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মহাপরিচালক কে এম আব্দুস সালাম, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় এনজিও ব্র্যাক, ওয়াটার এইড, ডিএসকে, সাজেদা ফাউন্ডেশন, শক্তি ফাউন্ডেশন এবং ওয়াশ প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত এনজিওসমূহ ও ইউএনডিপি বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৭

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগ

**প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক কোটি টাকা অনুদান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

দেশে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে এক কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল)।

আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের নিকট শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম চেকটি হস্তান্তর করেন।

বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি) এর চেয়ারম্যান মোঃ রইছ উদ্দিন ও প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ তৌহিদুজ্জামান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশনের একটি অটোমোবাইলস সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৬ সাল থেকে বাস, ট্রাক, জিপ, পিক-আপ, অ্যাম্বুলেন্স সংযোজন ও বাজারজাত করে আসছে। সম্প্রতি দেশে ডাবলকেবিন পিক-আপের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জাপানের মিৎসুবিসি করপোরেশনের কারিগরি সহযোগিতায় প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ ডাবলকেবিন পিক-আপ সংযোজন শুরু করেছে।

খুব শীঘ্রই জাপানের মিৎসুবিসি কোম্পানি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ডাবলকেবিন পিক-আপ সংযোজনের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনের পর প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পূর্ণ সক্ষমতায় ডাবলকেবিন পিক-আপ সংযোজন ও বাজারজাত করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

মাসুম/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৬

**ফখরুল সাহেবের বক্তব্য চোখ-কান থাকতে অন্ধ-বধিরের মতো**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

'প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক প্যাকেজের বিষয়ে ফখরুল সাহেবের বক্তব্য চোখ-কান থাকতে অন্ধ-বধিরের মতো আচরণ' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ঢাকায় মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবন থেকে দেয়া বক্তব্যে ড. হাছান মাহ্‌মুদ একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব সংবাদ সম্মেলন করে যে বক্তব্য রেখেছেন, এতে মনে হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, সেটা না পড়ে, না বুঝে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অর্থনৈতিক পাকেজ ঘোষণার পর, তারা সরকারকে ধন্যবাদ জানাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ধন্যবাদ জানানোর সংস্কৃতিটাই লালন করে না। সে কারণে বিএনপি এবারও চিরাচরিত গতানুগতিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। এই প্যাকেজ ঘোষণার আগে থেকেই সরকার দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'অথচ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনে এখানে দরিদ্র মানুষের কোনো কথা নেই, এখানে দিনে আনে দিনে খায় এমন মানুষের কোনো কথা নেই- এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা বলেছেন। এই সংবাদ সম্মেলন করার আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জানা উচিৎ ছিল, বিএনপির মতো একটি বড় দলের মহাসচিবের দায়িত্বে থেকে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে বক্তব্য রাখা।'

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য সরকারের পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে হাছান মাহমুদ বলেন, সরকারের চলমান ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ডের বাইরেও দরিদ্র মানুষ যাতে বিনামূল্যে খাদ্য পায়, সেজন্যই সরকার ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে ৪৮ হাজার ১১৭ মেট্রিক টন চাল ও নগদ ১৬ কেটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। ৩০ থেকে ৪০ লাখ পরিবারকে নগদ সহায়তা দেওয়ার জন্য ৬ শত ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর বাইরেও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২৪ টাকা দামের ওএমএসের চাল ১০ টাকা কেজি দরে ঢাকা-সহ সারা দেশে দেয়া হচ্ছে, যাতে দরিদ্র মানুষ এটা কিনতে পারে। এতে মানুষ যে সরকারকে ধন্যবাদ দিয়েছে, স্বস্তিপ্রকাশ করেছে, তা বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকেই জানা গেছে। এছাড়াও সরকার ৫০ লাখ পরিবারকে গত সাত মাস ধরে প্রতি পরিবারকে ৩০ কেজি করে দশ টাকা দরের চাল বিতরণ করছে, যার ফলে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ এই সহায়তা পাচ্ছে, জানান ড. হাছান।

মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক এই প্যাকেজে কৃষক, মৎস্যখামারি, হাঁসমুরগী পালনকারীদের ক্ষতি পোষাতেও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অথচ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেছেন, এই সমস্ত খাতে কোন বরাদ্দ দেয়া হয় নাই। মির্জা ফখরুল সাহেব চোখ-কান থাকতেও অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করছেন।' স্বাস্থ্যখাতের বিষয়েও মির্জা ফখরুলের অভিযোগ খণ্ডন করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্যখাতে চলতি বাজেটে ২৫ হাজার পাঁচশত আশি দশমিক ৫৬ কেটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্যাকেজ ঘোষণার আগেই পিপিই ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা-সহ করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন, যেগুলো মির্জা ফখরুল সাহেব হয়ত জেনেও না জানার ভান করছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই সারা দেশে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি পিপিই বিতরণ করেছে।' সরকার নাকি জনগণকে ঘরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এমন কথাও ফখরুল সাহেব বলেছেন উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৫শে মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ কার্যত ঘরেই অবস্থান করছে।

জনগনের জন্য দেয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা নির্দেশনাও পালন করতে জনগণ সচেষ্ট। কিন্তু সমগ্র দেশের মানুষ যেখানে ঘরে অবস্থান করছে, সেখানে আমরা দেখতে পেলাম খালেদা জিয়া যেদিন বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিজন সেল থেকে মুক্তি পেলেন, সেদিন তারা বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের সামনে হাজার হাজার মানুষকে জড়ো করলেন, বাড়ির সামনে জমায়েত করলেন। যেখানে ২৬ শে মার্চের জাতীয় সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে, জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন বাতিল করা হয়েছে, অথচ তারা হাজার হাজার মানুষ জমায়েত করেন। তারাই আবার দোষারোপের রাজনেীতি করেন। এ থেকে তারা বেরিয়ে আসবেন, সেটাই জাতির প্রত্যাশা।'

মন্ত্রী বলেন, 'তারা (বিএনপি) পড়ে, জেনে, শুনে পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু অন্ধের মতো নয়। আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো, করোনা ভাইরাসের মহাদুর্যোগ সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। এখন একে অপরকে দোষারোপের, বাদানুবাদের সময় নয়। একে অপরের হাত ধরে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময়।'

#

আকরাম/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৫

**একাদশ জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশন শুরু ১৮ এপ্রিল**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৪২৭ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল রোজ শনিবার বিকাল ৫টায় ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবনের সংসদ কক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদের ৭ম (২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২য় ) অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন।

#

তারিক/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৪

**পোষা পাখি ও প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না**

-- প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম করোনা পরিস্থিতিতে পোষা পাখি ও প্রাণীর প্রতি কোনো ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ না করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কাঁটাবনে ফিশ ও পেট এনিমেল মার্কেট পরিদর্শনকালে দোকান মালিকদের এ আহ্বান জানান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, Ôকাঁটাবন মার্কেটে পোষা পাখি ও প্রাণীদের ঠিকমতো খাবার দেয়া হচ্ছে কিনা, তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করা হচ্ছে কীনা, তারা পর্যাপ্ত আলো-বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে কিনা-এ বিষয়গুলো সরেজমিনে দেখার জন্য কাঁটাবন মার্কেট পরিদর্শন করেছি। এখানে দোকান মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে পোষা পাখি ও প্রাণীদের যাতে পর্যাপ্ত খাবার দেয়া হয়, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে প্রয়োজনীয় আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের প্রতি কোনভাবেই যেনো নিষ্ঠুর আচরণ না করা হয় সেজন্য দোকান মালিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছেÕ ।

রেজাউল করিম বলেন, Ôএ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনকেও মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পোষা পাখি ও প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা ফৌজদারি অপরাধ।Õ

#

ইফতেখার/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫৩

**হাওর অঞ্চলে ধান কাটার যন্ত্রপাতি দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

করোনা ভাইরাসের কারণে বোরো ধান কাটার শ্রমিকের অভাব থাকায় হাওর অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া- এই সাতটি জেলার ধান কাটার জন্য জরুরিভিত্তিতে নতুন ১৮০টি কম্বাইন হারভেস্টর ও ১৩৭টি রিপার সরবরাহের বরাদ্দ প্রদান করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। বর্তমানে হাওরাঞ্চলে ৩৬২টি কম্বাইন হারভেস্টর ও ১০৫৬টি রিপার সচল রয়েছে। এছাড়া, পুরনো মেরামতযোগ্য  ২২০টি কম্বাইন হারভেস্টর ও ৪৮৭টি রিপার অতিদ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতিতে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটি’র সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কৃষিসচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

সচিব বলেন, ‘হাওরের বোরো ধান কাটার জন্য আমরা জরুরিভিত্তিতে এসব যন্ত্রপাতি বরাদ্দ করেছি। এর ফলে এ অঞ্চলের ধান কাটায় আর কোনো সমস্যা হবে না’।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব বলাই কৃষ্ণ হাজরা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিপালকড. মোঃ আবদুল মুঈদ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় ৫০% ভরতুকিতে একশ কোটি টাকার কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যক্রম চলছে। আগামী জুনের মধ্যে সারা দেশে ৬৪টি জেলায় তিন ক্যাটেগরির কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন: কম্বাইন হারভেস্টর, রিপার এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার সরবরাহ করা হবে। এসব আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, ফসলের উৎপাদন বাড়বে এবং অপচয় রোধ হবে।

#

কামরুল/শিবলী/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৫২

**করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে নিজ ঘরে ইবাদত পালনের নির্দেশ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে মসজিদের ক্ষেত্রে খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সকল মুসুল্লীকে নিজ বাসস্থানে নামায আদায় এবং জুমাআর জামায়াতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে ঘরে যোহরের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মসজিদে জামায়াত চালু রাখার প্রয়োজনে সম্মানিত খতীব, ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম মিলে পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে অনধিক ৫ জন এবংজুমআর জামায়াতে অনধিক ১০ জন শরিক হতে পারবেন। জনস্বার্থে বাইরের মুসল্লী মসজিদের ভিতরে জামায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

আজ এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও উপাসনালয়ে সমবেত না হয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে উপাসনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ইতোমধ্যে মুসলিম স্কলারদের অভিমতের ভিত্তিতে পবিত্র মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারাসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের মসজিদে মুসল্লিদের আগমন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ রোগের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বসাধারণের আগমন বন্ধ রাখার জোর পরামর্শ দিয়েছেন।

করোনা ভাইরাস সংক্রামণের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেমগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এ সময়ে সারাদেশে কোথাও ওয়াজ মাহফিল, তাফসির মাহফিল, তাবলীগি তালীম বা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা যাবে না। সবাই ব্যক্তিগতভাবে তিলাওয়াত, যিকির ও দুআর মাধ্যমে মহান আল্লাহর রহমত ও বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

#

সাখাওয়াৎ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আরিফ/২০২০/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৫১

**আগামী ১৫ দিন সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ**

-স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, আগামী ১০ থেকে ১৫ দিন আমাদের সবার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনভাবেই আগামী ১৫ দিন যেন কেউই অতি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হয়। আর একান্তই যদি জরুরি কাজে বের হতেই হয় তাহলে মুখে মাস্ক ব্যবহার না করে কারো ঘরের বাইরে বের হওয়া উচিত হবে না। এ ব্যাপারে সবারই সচেতন থাকতে হবে।

আজ ঢাকায় মহাখালী বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) এর অডিটোরিয়ামে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে দেশের স্বাস্থ্যখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে এক জরুরি বৈঠকে সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্য তুলে ধরেন।

সভায় নিমস এর পরিচালক ডা. দীন মোহাম্মদ বর্তমান পরিস্থিতে তাঁর উদ্বেগ জানিয়ে এখনি দেশে শক্ত অবস্থান নেবার অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আহমেদুল কবীর জানান দেশের সামনে কঠিন সময় আসছে। এখনই পুরো দেশ লক ডাউন না করা হলে এই ভাইরাস আগামী ১০ দিনে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে শক্ত অবস্থানে যাবার অনুরোধ জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকলের কথা শোনেন ও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে সকলকে আশ্বস্ত করেন। সভায় চিকিৎসক পরিষদ নেতৃবৃন্দ চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধাদি বৃদ্ধি করার ব্যাপারেও মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

বৈঠকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্যশিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, স্বাচিপ সভাপতি ইকবাল আর্সলান, সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজসহ বিভিন্ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৫০

**বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় ’বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ÕSupport Nurses and Midwives' যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ’নার্স ও মিডওয়াইফের দায়িত্বে সহযোগিতা মানসম্মত সেবার নিশ্চয়তা’ সময়োচিত হয়েছে বলে মনে করি।

বিশ্বের ২ কোটি ২০ লাখ নার্স ও ২০ লাখ মিডওয়াইফের অবদানের স্বীকৃতির অংশ হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৭২ তম অধিবেশনে ২০২০ সালকে আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফারি বর্ষ ঘোষণা করেছে। বিশ্বে স্বাস্থ্যখাতের মোট জনবলের ৫০ শতাংশই নার্স ও মিডওয়াইফ অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে আসছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই চিকিৎসা সেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোরায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণের যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমাদের সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড ও গ্যাভি অ্যাওয়ার্ড ও ভ্যাকসিন হিরোসহ বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

আওয়ামী লীগ সরকার চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নযন, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগ, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নাসির্ং সেবার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, আইন ও নীতিমালা প্রণয়নসহ স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। নার্স ও মিডওয়াফ পেশার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের পদকে দ্বতিীয় শ্রেণির গ্রেডে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। নার্সিং পেশায় মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। নার্স ও মিডওয়াইফের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনষ্টিটিউট তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নার্স ও মিডওয়াইফদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একজন চিকিৎসকের জন্য ৩ জন নার্স দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এবছর এমন একটি সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে যখন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদের সরকার মানুষকে এই প্রাণঘাতি ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্বক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববাসী এ দুর্যোগ থেকে দ্রুত পরিত্রাণ পাবে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সকলকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে আমি ’বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস- ২০২০’ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৫০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৪৯

**বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান   
করেছেন :

‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২০’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে নার্স ও মিডওয়াইফদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নার্স ও মিডওয়াইফদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য Support Nurses and Midwives অর্থাৎ নার্স ও মিডওয়াইফদের দায়িত্বে সহযোগিতা, মান-সম্মত সেবার নিশ্চয়তা অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মাতৃত্বকে নিরাপদ করতে চিকিৎসকের পাশাপাশি নার্স ও মিডওয়াইফদের ভূমিকা অপরিহার্য। বিশেষ করে প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবায় তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৭২তম অধিবেশনে ২০২০ সালকে আন্তর্জাতিক নার্স ও মিডওয়াইফবর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর আধুনিক নার্সিং সেবার পথিকৃত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ২০০তম জন্মবার্ষিকীও সাড়ম্বরে উদযাপন করা হবে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ নার্স ও ২০ লাখ মিডওয়াইভ কর্মরত। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্যখাতের মোট জনবলের ৫০ শতাংশ। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরো বিপুলসংখ্যক দক্ষ নার্স ও মিডওয়াইফ প্রয়োজন। বাংলাদেশেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স ও মিডওয়াইফ নিয়োগ ও তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার মিডওয়াইফারি শিক্ষা কোর্স ও সার্ভিসের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি দেশব্যাপী স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণসহ বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকুক - এ প্রত্যাশা করি।

এ বছর এমন এক সময় ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস’ পালিত হচ্ছে যখন মরণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সারাবিশ্ব আক্রান্ত। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘরে অবস্থান করে সাহসিকতার সাথে এই সংকট মোকাবিলার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, নিজে সতর্ক হই এবং সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক করি। এটিই হোক বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

আজাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৪৮

**যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ এর মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ সোসাইটি’র সভাপতি কামাল আহমেদ এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন।  
  
 আজ এক শোকবার্তায় পরিবেশ মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কামাল আহমেদ মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংগঠককে হারালো।  
  
 ‘বাংলাদেশ সোসাইটি’র সভাপতি কামাল আহমেদ (৬৬) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গতকাল নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে-সহ অসংখ্য আত্মীয় ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর দেশের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায়।

#

দীপংকর/অনসূয়া/আরিফ/২০২০/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১২৪৭

**প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের**

**১ কোটি ১১ লাখ টাকা অনুদান প্রদান**

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

করোনা সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ হতে ১ কোটি ১১ লাখ ৩৫ হাজার টাকার অনুদানের চেক হস্তান্তর করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

গতকাল তেজগাঁওস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এর কাছে অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন মন্ত্রী। এসময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি-এর কর্মকর্তাগণ বৈশাখি ভাতা ও কর্মচারীদের একদিনের বেতন মিলিয়ে মোট ১ কোটি ১১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

চেক হস্তান্তরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে অনুদান প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

#

ইফতেখার/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা